২৭-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা ধারণ করে তোমাদেরকে গুণবান ফুল হয়ে উঠতে হবে, তোমরা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত করেছ, তাই সর্বদা আনন্দে থাকো

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের এমন কোন্ গুহ্য বিষয় সম্পর্কে মানুষ যখন শোনে, শোনার পরে তারা হতচকিত হয়?

উত্তরঃ - তোমরা বলো - এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী । আমরা জ্ঞান শঙ্খ ধ্বনি করি। আমরা ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী। এই যে দেবতাদের যে সমস্ত অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়, এ সব অলঙ্কারই হল আমাদের। এই সব কথা শুনলে তারা হতচকিত হয় । ২ - তোমরা বলো - বাবার মুখ থেকে যে জ্ঞান নির্গত হয় - সেটাই হল শঙ্খ ধ্বনি। এর দ্বারাই আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হই। একেই 'মুরলী' বলা হয়। কাঠের মুরলী নয়। এও খুবই গুহ্য রমনীয় বিষয়, যা বোঝা মানুষের কাছে কঠিন মনে হয়।

গীত : - এখনই হল সেই বাহারী সময়...
দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার সময়

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় সন্তান জানে যে, আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাহারী মৌসুম হল এটা। বাহারী মৌসুমে ফুল ফলাদি সব চারিদিকে বিকশিত হয়। এ হল বেহদের বাহারের মৌসুম। তোমাদের উপরে জ্ঞানের ধারাপাত হয়। তবেই তোমরা শুকনো কাঁটা থেকে ফুল হয়ে যাও। এ তো তোমরাই জান, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ কেউ খুবই খুশিতে থাকে যে আমি এই জ্ঞান বর্ষণের দ্বারা ফুল হয়ে উঠি। বৃক্ষ (ঝাড়) যখন একদম শুকিয়ে যায়, তখন তাতে একটাও পাতা থাকে না। প্রতি বছরই একই হাল হয়, আবার বর্ষায় সুন্দর কচি কচি পাতা, সুন্দর সুন্দর সব ফুল বেরোতে থাকে। তো এই জ্ঞান বর্ষণের বাহারী মৌসুম হল ভারী চমৎকার (ফার্স্ট ক্লাস)। এখন এটা হল কাঁটার দুনিয়া। বৃক্ষ (ঝাড়) বলে - আমি কাঁটার জঙ্গল হয়েছি, এরপর জ্ঞানের বর্ষণের ফলে ফুলের বৃক্ষ হয়ে যাব। তোমরা তো এক একজন চৈতন্য বৃক্ষ, তাই না! এখন তোমরা জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত করেছ, যার দ্বারা তোমরা উঁচু পদ লাভ করো। কী থেকে কী হয়ে যাও ! তোমরা জানো যে এখন আমরা অপবিত্র থেকে পবিত্র হই। বিষ্ণুও তো হল যুগল রূপ, তাই না(লক্ষ্মী-নারায়ণ combind) ! (বিষ্ণুর) সাক্ষাৎকার যুগল রূপেরই হয়। বিষ্ণুর তো চার ভুজা দেখানো হয়, তাই না! কিন্তু তাদের তো সে বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই। দুই রূপ মিলে ডান্স করে। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - দীপাবলি যখন আসে, তো মহালক্ষ্মী আসে। তোমরা দু'জনকেই আহ্বান করে থাকো (লক্ষ্মী-নারায়ণ) । আগে লক্ষ্মী, পিছনে নারায়ণ থাকে। লক্ষ্মী দ্বিভুজ। মহালক্ষ্মীর চতুর্ভুজ। কিন্তু এ সব কথা এখন তোমরাই জানো। আগে তো এসব কিছুই জানতে না। একদম কাঁটা ছিলে, এখন ফুল হয়ে উঠছো। গ্রন্থ সাহেবেও বলা হয়েছে - "মনুষ্য থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না"..... দেবতা থাকে সত্যযুগে। তারা হল দৈবীগুণ বিশিষ্ট। এই সময়ের মানুষ হল আসুরী গুণ বিশিষ্ট, আর তোমরা হলে ঈশ্বরীয় গুণ বিশিষ্ট। ঈশ্বর বসে আমাদের গুণবান বানাচ্ছেন। বাবার শিক্ষা প্রাপ্ত করে আমরা সর্বগুণ সম্পন্ন, ষোল কলা বিশিষ্ট... হই। ভারতের মহিমা রয়েছে। অর্থাৎ ভারতে বসবাসকারীদের অনেক মহিমা কীর্তিত হয়। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে তাদের এরূপ

কে বানিয়েছে? বড় বড় মন্দির বানায়, কিন্তু তাদের অক্যুপেশন (প্রবৃত্তি) বিষয়ে কিছু জানা নেই। তোমরা তো অনেক আলোক প্রাপ্ত করেছ। তোমাদের সব সময় আনন্দে থাকতে হবে। ওখানেও ২১ জন্মের জন্য আনন্দে থাকবে। তোমরা জানো যে আমরা ২১ জন্মের পদ প্রাপ্ত করবার জন্য পাঠ পড়ি। উপার্জন তো নলেজের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। এটা হল গড ফাদারলি স্টুডেন্ট লাইফ। এর দ্বারা তোমরা সূর্যবংশী ঘরানার মালিক হও। অর্থাৎ স্বর্গের মালিক। পবিত্র দুনিয়াতেও সকলে এক রকম পদ তো পায় না। কেবলমাত্র এক লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করে না । এও কারো জানা নেই, কেবল রাজবংশ (Dynasty) থাকবে এবং রাজত্বও থাকবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ছিল। শিববাবা সেই নতুন দুনিয়া স্থাপন করেছিলেন। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধি তো অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তোমাদের কাছে তো (জ্ঞানের) আলো রয়েছে। পতিত দুনিয়া এবং পবিত্র দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতেও নম্বর অনুযায়ী পদ রয়েছে। প্রজাদের মধ্যেও থাকবে। সেখানে তো সকলের মধ্যেই সুখ আর সুখ। প্রত্যেকের নিজের নিজের রাজত্ব, জমিদারী ইত্যাদি থাকবে। পতিত দুনিয়াতে সবই পতিত, তবে তার মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী রয়েছে। যেমন সত্যযুগে উচ্চ থেকে উচ্চ রাজবংশ হল লক্ষ্মী-নারায়ণের। রাধা কৃষ্ণ হল প্রিন্স প্রিন্সেস, সয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজবংশ বলা হয়। রাধা-কৃষ্ণের রাজবংশ বলা হয় না। রাজাদেরই নাম নেওয়া হয়। এই সামান্য কথাটাও জানে না। তোমরা সবই জানো, তবে তাও নম্বর অনুযায়ী। রাজধানীতে তো নম্বর অনুযায়ী-ই পদ হবে, তাই না! কোথায় চন্দ্রবংশী রাজত্ব, কোথায় প্রজাতে গিয়ে চন্ডাল ইত্যাদি হয়। পতিত দুনিয়াতেও নম্বর অনুযায়ী রয়েছে ।

এখন বাবা তোমাদেরকে কর্ম - অকর্ম - বিকর্মের গতি বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা শ্রীমৎ অনুসরে চলো । এমন অনেক বাচ্চা রয়েছে যাদের বাবা কখনো দেখেনওনি। নিজদের মধ্যে খুব সুন্দর সার্ভিস করছে। বাবার পরিচয় দিচ্ছে। ব্রাহ্মণী নিযুক্ত না হলেও সুন্দর ভাবে সেন্টার চালাচ্ছে। সামনাসামনি মিলিতও হয়েনি, তবুও সার্ভিস করে নিজ সমান বানাচ্ছে। কাছের বাচ্চারাও এত ভালো সার্ভিস করতে পারে না। রুহানী যাত্রা শেখাতে হবে যে। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা। তোমরাও রাস্তা দেখিয়ে থাকো। হে আত্মারা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো ।বলাও হয়ে থাকে - আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল (সুন্দর মেলা রচিত হল - যখন দালাল রূপে সদ্গুরুকে পেল)। সেটাও হিসাব মতোই হবে, তাই না! সেই বহুকালকে প্রমাণিত করে তোমরাই তো দেখাও, তাই না! তোমরাই বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থেকেছ। সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ঘরানার ছিলে, আবার পুনর্জন্মের চক্রে আসতে ৮৪ জন্ম লেগেছে। তাও আবার সবার ৮৪ জন্ম হতে পারে না। এই জ্ঞানের রিমঝিমে বাচ্চারা, তোমরাই শুধু থাকো। এটা হল তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ। কেউ কেউ ঘর গৃহস্থালী সামলেও আবার অন্য একটা কোর্সও (Spiritual course) করছে। এখানকার মূল বিষয়ই হল পবিত্রতা। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে এবং পড়তেও হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বলাও হয় - বাঘিনীর দুধ সোনার পাত্র ছাড়া রাখা যায় না। বাবাও বলেন - পবিত্রতা ছাড়া ধারণা হবে না। সেইজন্য বাবা বলেন যে, এই কাম মহাশত্রুর উপর বিজয়ী হও। তোমরা পবিত্র হও । আগে আমাকে তো চেনো, তবে তো আমি তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলব । ব্রাহ্মণ কুলভূষণ যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ধারণাও হবে না।

তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী, আর কেউ একথা বুঝতে পারবে না। মানুষ মনে করে স্বদর্শন চক্রধারী তো হল দেবতারা। এরা আবার কারা! যারা বলছে যে আমরা হলাম ব্রাহ্মণ

কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী! এই কথাগুলো কেবলমাত্র বাচ্চারা, তোমরাই বোঝো ।এ হল অতি গুহ্য রমণীয় বিষয়। জ্ঞানের শঙ্খ ধ্বনি তো তোমরাই করো। দেবতারা তো করে না। তারা তো শিববাবার শঙ্খ ধ্বনি (মুরলী) শুনে দেবতা হয়। শিববাবা তো হলেন নলেজফুল। তবে তাঁকে শঙ্খ তোমরা কী করে দিতে পার! জ্ঞান তো তিনি কারো মুখ দ্বারাই দেবেন, তাই না! সেটাকেই মুরলী বলা হয়। বাকি কোনো কাঠের মুরলীর ব্যাপার নেই। বরাবর জ্ঞানের মুরলীই বেজেছে । মানুষ তো মনে করে যে, এই পূজা, ভক্তি ইত্যাদি পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। কিন্তু কোনো কিছুই পরম্পরা অনুসারে চলতে পারে না। বলে, এই সব রাখী বন্ধন ইত্যাদি পরম্পরা অনুসারে চলে আসছে। আচ্ছা, পরম্পরা কবে থেকে শুরু হয়েছে? সেটা তো বলো। পরমাত্মা কি তবে পতিত দুনিয়া রচনা করেছেন? তাই যদি হয়, তবে তাঁকে পতিত – পাবন বলো কেন! এই ঈশ্বরীয় পাঠের কথা রোজ বুদ্ধিতে আসা উচিত। মুখ খোলার (জ্ঞান শোনানোর) অভ্যাস করা উচিত। তোমরা তো অনেকেই বোঝাতে পারো। নিজের উন্নতির জন্য নানান পদ্ধতি খুঁজতে হবে। যেমন বাবা সবাইকে রাস্তা দেখান, আমাদেরও অন্যদেরকে রাস্তা দেখাতে হবে। তবেই তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাবে। নইলে কেবল চ্যাচাঁমেচি করলে তো উত্তরাধিকার নিতে পারবে না। বাবার খুব দয়া হয় যে, কত বোঝানো হয়, কিন্তু তবুও! তাদের ভাগ্যে নেই! কত রত্ন রাজি পাওয়া যায়! রত্নেরও তো অনেক বিস্তার হয়, তাই না! রত্নের মধ্যেও রকমফের আছে। কোনোটার মূল্য লক্ষ টাকা, তো কোনোটা এক টাকার। এও হল অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন, যা ধারণ করে, অন্যকে করালে, কত উঁচু পদ লাভ হয়। বাচ্চাদের মুখ থেকে সর্বদাই রত্ন বের হওয়া উচিত। বুদ্ধি বুঝতে পারছে, কিন্তু মুখ দিয়ে প্রকাশ না করলে তার কি মূল্য আছে! যে পরিশ্রম করবে, অন্যকে নিজ সমান বানাবে, তবেই তো ফলও অনেক লাভ হবে। এই সার্ভিস করা এবং শেখানোও কি কম সার্ভিস? তোমাদের বুদ্ধি এখন আলোক প্রাপ্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিত্তশালী (সাহুকার) কে? তো ১০ – ১২ জনের নাম সাথে সাথেই এসে যায়। তোমরাও জানো যে, এই সৃষ্টিরূপী ড্রামাতে মুখ্য কারা কারা। পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলেন ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর এবং প্রিন্সিপল (মুখ্য) অ্যাক্টর। উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন শিববাবা, তারপর হল সূক্ষ্মবতন, স্থূল বতন বাসী। এই সব কথা তোমরা এখন জানতে পার। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর নয়। কল্পের আয়ুই হল ৫ হাজার বছর। মানুষ মাত্রই তো কত ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা এখন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আরো কত বেশী আলোতে এসেছ। কেউ আলোতে এসেছে, কেউ কেউ এখনো অন্ধকারেই পড়ে আছে। এসবই তো হল বুদ্ধির বিষয়। কেউ কেউ আবার বিশাল বুদ্ধির, তারা ঝট করে বুঝে যায়। আত্মা তো হল স্টারের মতো। ভ্রুকুটির মাঝখানে বড় কোনো কিছু তো থাকতে পারবে না। নিশ্চয়ই তবে এমন এমন জিনিস হবে – যা কিনা এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যাবে না। বড় জিনিস হলে, তবেই তো দেখা যাবে। আত্মা তো অতি সূক্ষ্ম, বিন্দুর মতো। এ হল অতীব গুহ্য থেকে গুহ্য বিষয়। প্রথম প্রথম অখন্ড জ্যোতি তত্ব বলা হত । প্রথমেই যদি স্টার বলা হত, তবে তো বুঝতে পারতে না। সমগ্র জ্ঞান কি একদিনেই দিয়ে দেওয়া যায় নাকি! প্রতিদিন বাবা একটু একটু করে শোনান। জ্ঞান সাগরের থেকে অগাধ ধন লাভ হয়। যতদিন যত দিন বাঁচবে ততদিন জ্ঞান অমৃত পান করে যাবে। জল পান করার ব্যাপার নয়। জ্ঞান সাগরের থেকে জ্ঞান গঙ্গারা নির্গত হয়। সে সব তো হল জলের সাগরের ব্যাপার, গঙ্গা ইত্যাদি। গঙ্গায় স্নান ইত্যাদির কথা প্রচলিত আছে। তোমরা দেখতে যে – কন্যারা যখন ধ্যানে যেত, তো গঙ্গা, যমুনা নদীতে গিয়ে রাস বিলাস করত। আর এখানে (জলের গঙ্গায়) তো ভয় লাগে যে ডুবে না যায়। আর সেখানে তো ডোবার কোনো ব্যাপারই নেই। কখনও অ্যাকসিডেন্টও হবে না। তো এটাই হল বসন্ত বাহার, যখন তোমরা কড়ি থেকে হীরে বা পতিত থেকে পবিত্র হও। পবিত্র দুনিয়া

হতে হলে অবশ্যই তবে পতিত দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে। মহাভারতে সব দেখানো হয়নি। দেখিয়েছে যে, পান্ডব পাহাড়ের উপরে গিয়ে গলে মরে গিয়েছিল। সাথে একটা কুকুরও গিয়েছিল। পান্ডবদের কি পালিত কুকুর ছিল নাকি! কুকুরকেও কত মান দিয়েছে সেখানে। তার থেকেই কত লোক কুকুর পোষে।

বাচ্চারা বাবা তোমাদের বোঝান যে তোমাদের খুব আনন্দে থাকতে হবে। তোমাদের উপরে নিত্যদিন জ্ঞানের বর্ষণ হচ্ছে। তোমরা জানো যে, বাবা কীভাবে আসেন। জ্ঞান বর্ষা করেন এবং ভারতেই আসেন। সেইজন্য ভারতেরই এত মহিমা। ভারতই হল অবিনাশী খন্ড। ভারতই অবিনাশী বাবার বার্থ প্লেস, যেখানে শিববাবা সবাইকে পবিত্র বানিয়ে থাকেন। একথা অন্যরা (যারা বি. কে. নয়) জানতে পারে না। তারা তো বলে দেয় পরমাত্মা নাম রূপের ঊর্ধ্বে, তিনি হলেন সর্বব্যাপী। আরো কত কিছু বলে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি আসি, আমাকে ব্রাহ্মণ অবশ্যই রচনা করতে হয়। বলেও থাকে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মার সন্তান, তবেই তো ব্রাহ্মণ বলা হয়। কিন্তু এ সব কথা ভুলে গেছে। শিববাবা এসে কী না করেছেন! কেমন করে ব্রহ্মা মুখবংশাবলী বানিয়েছেন। তোমরা এখন জানো যে - শিববাবা এসেছেন। তিনি হলেন রচয়িতা, তাহলে তো নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়াই রচনা করে থাকবেন। কারোরই তা জানা নেই। না জানার কারণেই গালি দিতে থাকে। সেইজন্য বাবা বলেছেন "যদা যদা হি ধর্মশ্চ.... একথা কে বলেছে? কৃষ্ণ তো বলেনি। কৃষ্ণের আত্মাও এখনই জানতে পেরেছে যে, আমি ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। তোমরা যারা প্রথমে পাশ করে ট্রান্সফার হও - তারাই প্রথম জন্ম নিয়ে থাকো। তোমাদের বুদ্ধি কত কত আলোকপ্রাপ্ত। অপারেশন করে একটা চোখ বাদ দিয়ে আর একটা চোখ বসিয়ে দেয়, যার ফলে চোখের দৃষ্টি (আলো) ফিরে আসে। কারো কারো আবার ডিফেক্ট থেকেও যায়। তোমরা, অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে। তা প্রদান করবার জন্য বাবা এসেছেন। তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হচ্ছে। তৃতীয় নেত্র হল জ্ঞানের। সেই তৃতীয় নেত্র এখন আবার দেবতাদের দেখিয়ে দিয়েছে। অলংকার, চক্র ইত্যাদিও বিষ্ণুকে দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তৃতীয় নেত্র হল তোমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের ।তোমরাই হলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। দৈবীকুল আর আসুরী কুল। বর্ণ বলো বা কুল - বিষয়টা একই, জ্ঞানও হল এক। কত সুন্দর কথা এসব! যা কিনা কোনো শাস্ত্রেও নেই। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছ।কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকার পুরুষার্থ তোমরাই করে থাকো। তোমরা জানো যে,কারো চোখ খুব ভালো ভাবে খুলে যায়, আবার কারো ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক'শ শতাংশই খুলেই যাবে। মুখ থেকে জ্ঞান রত্ন নির্গত হতে থাকবে, তবেই তো রূপ-বসন্ত বলা হবে। এখন তোমরা মেহনত করো। পুরুষার্থ করে যেতে হবে। যতটা সম্ভব - জ্ঞানে বড় হর্ষিত মুখ, গম্ভীর, বিশালবুদ্ধি হয়ে সুখ অনুভব করতে থাকবে। স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ হচ্ছে আর কি চাই ! কত খুশী থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১ সদা জ্ঞানের রিমঝিমে (বর্ষণে) থাকতে হবে। মুখ থেকে যেন জ্ঞান রত্নই নির্গত হয়।

২ জ্ঞান মনন করে সদা হর্ষিত মুখ, গম্ভীর এবং বিশালবুদ্ধি হয়ে সুখের অনুভব করতে আর করাতে হবে।

বরদানঃ – "আমার" – কে "তোমার" – এ পরিবর্তন করে সর্ব আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকতে পারে এমন ডবল লাইট হও

লৌকিক সম্বন্ধে সেবা করার সাথে সাথে সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে এরা আমার নয়, সকলেই বাবার, বাবার সন্তান । বাবা এদের সেবা করবার জন্য আমাকে নিমিত্ত করেছেন। আমি ঘৃহ রূপী সেবাকেন্দ্রে থাকি। আমার যা কিছু, সব তোমার (বাবার) হয়ে গেছে। এই শরীরও আমার নয়। আমার ভাবলেই আকর্ষণ আসে। আমার ভাব যখন সমাপ্ত হয়ে, তখন মন আর বুদ্ধিকে কোনো কিছুই আকৃষ্ট করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ জীবনে "আমার" – কে "তোমার" – এ বদলে যে দিতে পারে, সে–ই ডবল লাইট থাকতে পারবে।

শ্লোগান : – বিঘ্ন প্রুফ হতে হলে আশীর্বাদের খাজানা জমা করো।